

পঞ্চম দার্স

الدرس الخامس

‘রোযার সুন্নতঃ

سنن الصوم

১। সেহরী খাওয়াঃ কারণ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)) [متفق عليه]

“সেহরী খাও; কেননা সেহরীতে বরকত নিহিত আছে।” (বুখারী মুসলিম) শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করে সেহরী খাওয়াও সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

(( لَا يَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، مَا عَجَلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخَّرُوا السَّحُورَ )) [صحيح الجامع ٢٨٣٥]

“আমার উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইফতারীতে তাড়াতাড়ি ও সেহরীতে বিলম্ব করবে।” (সাহীহুল জামে ২৮৩৫)

২। সূর্যাস্তের পর পরেই শীঘ্র ইফতার করাঃ সদ্যপক্ব খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নাত। তা না পেলে শুষ্ক খেজুর, তা না পেলে পানি দিয়ে যদি এসবের কিছুই না পায়, তাহলে যা পাবে তা-ই দিয়ে ইফতার করবে।

৩। রোযা রাখা অবস্থায় বেশী বেশী দুআ করাঃ বিশেষ করে ইফতারীর সময়। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “তিন প্রকারের দুআ গৃহীত হয়, রোযা দুআ, অত্যাচারিত ব্যক্তির দুআ, অত্যাচারিত ব্যক্তির দুআ এবং মুসাফিরের দুআ।” (বায়হাক্বী) রোযাদারের উচিত রমযান মাসে (আল্লাহর ইবাদতের লক্ষ্যে) রাত্রি জাগরণ করা। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

(( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) [متفق عليه ٢٠٠٩-٧٥٩]

“যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস ও নেকীর আশায় রমযান মাসে রাত্রি জাগরণ করে, তার বিগত সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করা হয়।” (বুখারী ২০০৯- মুসলিম ৭৫৯) তাই সকল মুসলিমের উচিত ইমামের সাথে তারাবীর নামায পূরণ করা। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে থাকে, তার (নেকীর খাতায়) পূর্ণ এক রাত্রির ইবাদতের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়।” (সুনান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে) অনুরূপ রমযান মাসে বেশী বেশী দান করাও উচিত। অনুরূপভাবে রমযান মাসে বেশী বেশী কুরআন তেলাও-যাতের যত্ন নেওয়া দরকার কারণ, রমযান মাস কুরআন-নের মাস। কুরআন তেলাওয়াত-কারীর জন্য রয়েছে প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে নেকী। আর সে নেকী এক থেকে দশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

তারাবীর নামায

রমযান মাসের রাতে জামা’আত বদ্ধভাবে কিয়াম করার নামই হচ্ছে তারাবীহ। তারাবীর সময় হলো, ঈশার পর থেকে নিয়ে ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। নবী করীম-ﷺ-তারাবীর নামায আদায় করার ব্যাপারে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছেন। এ ব্যাপারে সুন্নত হলো, ১১ রাকআত পড়া এবং প্রত্যেক দু’রাকআতে সালাম ফিরা। ১১ রাক’আতের অধিক পড়াতেও দোষ নেই। তারাবীহ নামাযে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা এবং নামাযকে এতটা লম্বা করা সুন্নাত, যাতে মুসল্লীদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। ফিৎনার আশঙ্কা না থাকলে, মহিলারাও তারাবীর নামাযে উপস্থিত হতে পারবে। তবে শর্ত হলো, পর্দা বজায় রেখে, সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে বিরত থেকে ও সুগন্ধি ব্যবহার না করে বের হতে হবে।